ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀ ভাঙা হাত নিয়েই কান মাতালেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

২৫ ক্লাবের ▶ স্কোয়াডের চেয়ে বেশি বেতন মেসির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৮ ● কলকাতা ● ০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২২ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দেশখালি ইস্যুতে রীতিমতো কড়া বার্তা দিলেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে সন্দেশখালি। প্রার্থী নির্বাচন থেকে ভোটের ফলাফল পর্যন্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত ভেবেচিন্তে নিতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারণে সেদিকে নজর আমজনতারও। আগামী ১ জুন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট । শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি দখল করে মাছের ভেড়ি তৈরির অভিযোগ রয়েছে ভুরি ভুরি। এদিন তা নিয়ে মমতার বক্তব্য, "এমনিতে সন্দেশখালি দ্বীপাঞ্চল, এখানে অনেকটা ভিতরের জায়গা। এখানে অনেক মাছের ভেড়ি আছে। অনেকে অনেকের ভেড়ি দখল করে নেয়। আমরা তাই একটা পলিসি তৈরি করছি। জোর করে ভেড়ি কেড়ে নেওয়া যাবে না। যার ভেড়ি, সে চাষ করুক। না হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো চালাক। কিন্তু সরকারের রেকর্ডে নাম রাখতে হবে। সরকারকেও তার জন্য একটা শুল্ক দিতে হবে। তাতে ভেড়িতে অধিকার বজায় থাকবে। "তার আগে মঙ্গলবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বসিরহাটে নির্বাচনী প্রচার করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকে সন্দেশখালি ইস্যুতে রীতিমতো কড়া বার্তা দিলেন তিনি।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের শুরুতেই এল সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, "সন্দেশখালির মা-বোনদের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি দুঃখিত। মা-বোনদের নিয়ে যেন অসম্মানের খেলা কেউ না খেলে। ভোটের আগে বিজেপির প্ল্যান-এ ছিল সন্দেশখালি। বাতিল হয়ে গিয়েছে। মা বোনেরাই বাতিল করে দিয়েছেন।"এই সন্দেশখালিতেই তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে যাবতীয় কুকীর্তির অভিযোগ উঠেছিল। শাহজাহান এখন জেলবন্দি। বিজেপির দাবি, মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল পরিচালিত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর পদক্ষেপ নেয়নি। এদিন বসিরহাট থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জবাবে বললেন, "এই আমলে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। দলিতদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আমাদের এখানে হয় না। আমাদের এখানে যে দু-একটা ঘটনা হয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নিই। রাম হোক বা রহিম, কেষ্ট হোক বা বিষ্টু। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাউকে ছাড়া হয় না।"

ষষ্ঠ দফায় ভোটে কোন জেলায় কত আধা সেনা মোতায়েন তা চূড়ান্ত করল কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৫ মে রাজ্যে ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া-সহ একাধিক কেন্দ্রে চলবে ভোটগ্রহণ। ষষ্ঠ দফায় ভোটে কোন জেলায় কত আধা সেনা মোতায়েন তা চূড়ান্ত করল কমিশন। পাশাপাশি শনিবারের ভোটে চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগও।সপ্তম দফার ভোট নিয়েই বিশেষ সতর্কতা কমিশনের অন্দরে। সপ্তম দফার ভোটেও ১০২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সপ্তম দফার ভোটে কলকাতা-সহ উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভোট। ষষ্ঠ দফার ভোটের পর সপ্তম দফার ভোটেও ১০২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে বলেই সিদ্ধান্ত কমিশনের।

এরপর ৩ পাতায়

অভিজিতের প্রচারে মঙ্গলবারই ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কমিশনের নিষেধাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রকাশ্য সমাবেশে কুকথা বলার দায়ে অভিজিতের প্রচারে মঙ্গলবারই ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন। সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ অভিজিৎ জানিয়েছেন, কমিশনের এই নির্দেশে তাঁর মানহানি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।সূত্রের খবর, জবাব পড়ার পরেও কমিশনের মনে হয়েছে, 'কুরুচিকর ভাবে ব্যক্তি আক্রমণ' করেছেন অভিজিৎ। আর তা করে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন তিনি। পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, ভারতীয় সমাজে এবং সংবিধানে মহিলাদের বিশেষ স্থান রয়েছে। তাঁদের সম্মানের চোখে দেখা হয়। সে কারণে, এক জন মহিলার সম্মানরক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। দেশের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিরও চেষ্টা করছে কমিশন। নির্বাচনের সময় যাতে কোনও মহিলা অপমানিত না হন, সে দিকেও নজর রয়েছে তাদের। আর এই আবহেই তাদের মনে হয়েছে, অভিজিৎ যে মন্তব্য করেছেন, তা 'ভারতের এক জন মহিলার মর্যাদাহানি' করছে। বিজেপি প্রার্থীর মন্তব্যকে 'নিন্দনীয়' বলেও জানিয়েছে কমিশন।নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনে আর্জি জানাবেন অভিজিৎ। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, "আমি

এরপর ৩ পাতায়

দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন সিবিআই আধিকারিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে। তবে এবার আর এই অভিযোগ নয়, বরং ঘুষ কাণ্ডে জড়াল এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নাম। দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন তাদেরই একজন আধিকারিক।

সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে একথা জানানো হয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, গত শনিবার নার্সিং কলেজের সঙ্গে যুক্ত অনিল রাজ এবং তাঁর সহধর্মিণীর থেকে ১০ লাখ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন রাহুল। এরপরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। সেই সঙ্গেই এই মামলার তদন্তে নেমে

এরপর ৩ পাতায়

শীর্ষ আদালত থেকে অনেকটাই স্বস্তির বার্তা কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের শিরোনামে কয়লা পাচার মামলা । বিগত প্রায় ৩ বছর ধরে এই মামলা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকের নির্দেশ অনুসারে, আজ থেকেই মামলার ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে এবারও এই মামলায় চার্জ গঠন করা গেল না।উল্লেখ্য, চলতি মে মাসেই আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন কয়লা পাচার কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ ওরফে লালা। তবে সেদিনই শর্তসাপেক্ষে জামিনও পেয়ে যান তিনি। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন হয় তাঁর। এদিন আদালতের তলব মতো আদালতে হাজিরও হয়েছিলেন তিনি। তবে ৩ জন অভিযুক্ত উপস্থিত না হওয়ায় কয়লা পাচার মামলার চার্জ গঠন এদিন হল না। বিচারকের নির্দেশ অনুসারে আজ থেকে এই মামলার ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুসারে এদিন এই মামলায় ৪৩ জন অভিযুক্তকে তলব করা হয়। এর মধ্যে ৪০ জন অভিযুক্ত উপস্থিত হলেও, বাকি ৩জন আদালতে আসেননি। সেই ৩ জনের নাম হল বিনয় মিশ্র, নারায়ণ খাড়ো এবং জয়দেব মণ্ডল।

এর মধ্যে বিনয় 'নিরুদ্দেশ' বলে খবর। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিনয় এই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তবে জয়দেব এবং নারায়ণ শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আদালতে উপস্থিত হননি। তবে বাকি ৪০ জন অভিযুক্ত এবং তাঁদের আইনজীবীরা এদিন আদালতে হাজির হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, কয়লা পাচার মামলায় এর আগে দু'টি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আজ এই মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল। তবে ফের

এরপর ৩ পাতায়

সিবিআইয়ের কাছে কুন্তলের মামলার 'স্টেটাস' জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিকে আগেই বলেছিলেন এনডি চারশো আসন কিংবা বিজেপি ৩৭০ টি আসন পাবে না। পঞ্চম দফার নির্বাচনের পরে মঙ্গলবার এনডিটিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, বর্তমানে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে উল্লেখযএাগ্য অসন্তোষ নেই। অন্যদিকে বিরুদ্ধে বড় কোনও বিকল্পও নেই।তিনি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে অপূর্ণ আকাঙ্খা থাকলেও, জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ কিংবা হতাশা দেখা যায়নি।

এনডিএ-র ৪০০ আর বিজেপি ৩৭০ আসন পাওয়া নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, বিজেপি যদি ২৭৫ অর্থাৎ গরিষ্ঠতা পেয়ে যায়, তাহলে তাদের নেতারা বলবেন না, তারা সরকার গঠন করবেন না। প্রথমে দেখতে হবে তারা ২৭২ টি আসন পাচ্ছে কিনা। তবে তিনি (প্রশান্ত কিশোর) এনডিএ-র ক্ষমতায় ফিরে আসায় কোনও ঝুঁকি দেখছেন না।

কী দাবি কেজরিওয়ালের

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ইন্ডিয়া ব্লক ক্ষমতায় আসার দাবির কিছু পরেই প্রশান্ত কিশোর এই মন্তব্য করেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, চার জুন নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা হারাচ্ছেন। তারপর ইন্ডিয়া ব্লক দেশে স্থিতিশীল সরকার দেবে। তিনি আরও দাবি করেছেন, ভোটের প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে মোদী সরকারের বিদায় নিশ্চিত।

দিন কয়েক আগেই প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, দেশের অর্ধেকের বেশি হিন্দু বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন না। ২০১৯-এ মুসলিমরা ভোট না দিলেও বিজেপি সারা দেশে ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি দেশের ৮০

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে হানা দিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে হানা দিল পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, এক দুষ্কৃতীর সন্ধানে গিয়েছিলেন তাঁরা। যদিও বিরোধী দলনেতা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগেন।এখানেই থামেননি শুভেন্দু। বিজেপি নেতা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, "আমার অনুপস্থিতে যদি বাড়িতে ভাঙা দুটো বন্দুক ফেলে আসে, নগদ টাকা বা হেরোই রেখে যায়, তার দায়িত্ব কে নেবে?" এর পর হুঁশিয়ারি দিয়ে বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, পুলিশের এই পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে তিনি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করবেন। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপও করবেন।তিনি বলেন, "এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব আমি।" পাশাপাশি, কোলাঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।মঙ্গলবার বিকেলে শুভেন্দুর পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের বাড়িতে যায় পুলিশ।অভিযোগ, প্রায় ৭০-৮০ জন পুলিশকর্মী ওই বাড়ি ঘিরে তল্লাশি করেন। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, এক দুষ্কৃতীর খোঁজে তারা সেখানে গিয়েছিল। অন্য দিকে, এই পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতাকর্মীরা সেখানে ছুটে যান। পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে কোলাঘাট থানায় চলে যান নন্দীগ্রামের বিধায়ক। কিন্তু সেখানে কোনও আধিকারিকের দেখা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। শুভেন্দু জানান, তাঁর কছে হাই কোর্টের রক্ষাকবচ রয়েছে। পুলিশ কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ করতে পারবে না। আর পুলিশের কাছে যদি 'সার্চ ওয়ারেন্ট' থেকে থাকে, তাহলে তাঁর উপস্থিতিতেই তল্লাশি চালাতে পারত পুলিশ। কিন্তু সেটা হয়নি। শুভেন্দুর অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে শাসকদল। তিনি বলেন, "ভাইপোর নির্দেশে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকেও হেনস্থা করা হয়েছে। মমতার সরকারের অত্যাচারের শিকার আমি।" রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সংযোজন,''কেন আমার কোলাঘাটের ভাড়াবাড়ি, অফিসে পুলিশ গেল, তা পরিষ্কার নয়।"

রোড-শো ঘিরে তুলকালাম মেদিনীপুরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোড-শো ঘিরে তুলকালাম মেদিনীপুরে। জুতো-ইট-বোতল ছোড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে রোড-শো করছিলেন মিঠুন। হঠাৎই বিজেপির মিছিলে ধেয়ে আসতে থাকে জল ভর্তি প্লাস্টিকের বোতল, জুতো, এমনকি ইটও। দেখা যায় প্রচারগাড়ি থেকে জুতো, বোতল না-ছোড়ার অনুরোধ করছেন অগ্নিমিত্রা।বিজেপির অভিযোগ, এই বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য দায়ী তৃণমূল। শাসকদলের এক যুবনেতার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, পুলিশের সামনেই তৃণমূল এই কাজ করলেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তৃণমূল অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আগামী শনিবার ষষ্ঠ দফায় মেদিনীপুর কেন্দ্রে ভোট। তার আগে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে মেদিনীপুরে প্রচারে আসেন মিঠুন। তৃণমূল মেদিনীপুরে প্রার্থী করেছে দলের বিধায়ক তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়াকে।

বিজেপির বুথ স্তরের কর্মী

ও নেতারাই ভোটারদের বুথে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হচ্ছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির কোনও ইস্যুই এবারের নির্বাচনকে দেশব্যাপী প্রভাবিত করতে পারছে না। এই প্রথম বিজেপির কোনও স্লোগান অথবা থিম সেভাবে সাড়া জাগাতে পারছে না ভোটের ময়দানে। মোদির 'গ্যারান্টি'ও না। এমনকি নেই বিন্দুমাত্র রামমন্দিরের হাওয়াও। প্রথম দহার ভোট থেকেই শুরু হয়েছিল ভোট কম পড়ার প্রবণতা।এখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছেন, বিজেপির বুথ স্তরের কর্মী ও নেতারাই ভোটারদের বুথে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রতিটি ভোটপর্বেই দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের তুলনায় বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের হার কমেছে। এমনকী গতকাল বৈঠক চলাকালীন বিভিন্ন রাজ্য থেকে রিপোর্ট এসেছে, ভোটদানের হার মোটেও আশানুরূপ নয়। আর এখানেই উঠে আসছে বিগত ১০ বছর ধরে বিজেপির অন্দরে থাকা গণতন্ত্র ও খোলা হাওয়াকে টুঁঠি চিপে খুন করে মোদি-শাহিরাজ কায়েমের বিষফল। বিরুদ্ধে স্বর, পছন্দ করেন না দুইজনই। আর তার জেরেই এই ১০ বছরে দলের একের পর এক সুচিন্তিত নেতা-নেত্রী ক্রমশই কোনঠাসা হয়েছেন। যেই বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছেন বা বেসুরো হয়েছেন তাঁকেই কোনঠাসা করে দেওয়া হয়েছে। দলের রাজনীতির ময়দান থেকেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে সব পদ, সব ক্ষমতা। মুখে স্বচ্ছতার কথা বলেও অনান্য দলের দাগী নেতাদের নিজেদের দলে ঢুকিয়ে নিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করে গিয়েছেন মোদি-শাহ। আর এখন দলের সেই বিক্ষুব্ধ নেতা থেকে কর্মী তাঁরা সব সরে গিয়েছেন এই দুইজনের পাশ থেকে, দলের পাশ থেকে। এতদিন যারা ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক নতমস্তকে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরাই এখন মক্ষোম মুহুর্তে বিজেপির মুণ্ডপাত করছেন। আর তার জেরেই ভোটে ধস পদ্মের বাক্সে। এখন দলের কর্মীরাই বলছেন, 'এই বিজেপি আর না, আর না, আর না।' তাঁরা এটাও মানছেন এটা অটল-আদবানীর বিজেপিও

এরপর ৩ পাতায়

রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগে

এবার আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এবার আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ। রাজভবনের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে আগেই। ওই তিন কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আর এবার লালবাজার সূত্রের খবর, আরও চারজনকে তলব করা হয়েছে। রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মীর করা শ্লীলতাহানির ঘটনায় সিআরপিসি ১৬০ নোটিস দিয়ে এক চিকিৎসক সহ তিন রাজভবনের কর্মীকে নোটিস দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে।উল্লেখ্য, বিতর্কের আবহেই কিছুদিন আগে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রাজভবন চত্বরের সিসিটিভির ফুটেজ দেখিয়েছিলেন আমজনতাকে। সরকার ও পুলিশের তরফে ছাড়া যে কোনও মানুষ সেই ভিডিয়ো দেখতে পারবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয় সেখানে।জানা গিয়েছে, রাজভবনের তিন কর্মীর বিরুদ্ধ হওয়া এফআইআরে যে দ্বিতীয় নোটিস গিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ওএসডি মেইল করে জানিয়েছেন, ১০ দিন সময় লাগবে। এফআইআর কপিও চাওয়া হয়েছে রাজভবনের তরফে।

রাজভবনের ওই অস্থায়ী মহিলা কর্মী কিছুদিন আগে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ হেয়ার স্ট্রিট থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ অনুসন্ধান দলও গঠন করেছিল কলকাতা পুলিশ। এরপরই রাজভবনের তিনজন কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। তিন জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৬ ও ৩৪১ ধারায় সরকারি কর্মীকে নিগ্রহ এবং বলপূর্বক আটকে রাখার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। আর এবার নজরে আরও চার কর্মী।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে হামলার ঘটনায় সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধেই

জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে হামলার ঘটনায় সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধেই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করার অভিযোগ উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের বিরুদ্ধে। উলটো দিকে যার বিরুদ্ধে আশ্রম দখলের চেষ্টার অভিযোগ, সেই প্রদীপ রায়সহ অন্য দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লঘু ধারা প্রয়োগ করেছে পুলিশ।রবিবার রাতে শিলিগুড়ি লাগোয়া শালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রমে হামলা চালায় প্রায় ৫০ জন দুষ্কৃতী। তাদের সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিগ্রহ করে তারা। এর পর আশ্রমের একাধিক আবাসিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনকে ওই জমি ও দোতলা বাড়িটি দান করেছিলেন এক ভক্ত। প্রদীপ রায় নামে এক দুষ্কৃতীর দাবি ওই জমির আসল মালিক সে। ওই ঘটনার পর আদালতের কোনও নির্দেশ ছাড়া আশ্রমের প্রধান ফটক সিল করে দিয়ে যায় পুলিশ। এবার সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধেই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।জানা গিয়েছে, রবিবার রাতের ওই ঘটনার পর প্রদীপ রায়সহ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। অনধিকার প্রবেশ, মারধর, প্রাণ নাশের চেষ্টা, অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। পালটা থানায় গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ আনে অভিযুক্ত প্রদীপ পায়।

সূত্রের খবর, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও অন্য আবাসিকদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। উলটো দিকে প্রদীপ রায়ের বিরুদ্ধে লঘু ধারায় মামলা করেছেন তারা।এদিন সংবাদমাধ্যমকে এক প্রতিক্রিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপাত্র স্বামী সুবীরানন্দ বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কোনও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না। তাঁরা ভোটদানেও বিরত থাকেন। কিন্তু ভক্তরা কে কোথায় ভোট দেবেন সেটা তাদের ব্যাপার। এব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশন কখনও কোনও নির্দেশ দেয় না। শিলিগুড়িতে একটা জমি সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। ওই জমি জনকল্যাণেই ব্যবহার হবে। আমরা প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করি প্রশাসন সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

গত ৮টি লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটদানের পথে বারামুলা;

বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫৪.২১ শতাংশ ভোটের রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ৮টি লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে এবার রেকর্ড ৩৮.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। সর্বোচ্চ ভোটদানের হারে রেকর্ড গড়তে চলেছে বারামুলা। বিকেল ৫টা পর্যন্ত বারামুলা, কুপওয়াড়া, বান্দিপোরা এবং বাদগামে ৫৪.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু ভোটার এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। সেইসঙ্গে, ভোটদানে উৎসাহ দেখানোর জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের প্রশংসা করেছেন তাঁরা। বারামুলা সংসদীয় কেন্দ্রে ২,১০৩টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়। সকাল ৭টায় বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন নজরে পড়ে। এই কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ২২ জন। চতুর্থ দফায় শ্রীনগর, গান্দেরবল, পুলওয়ামা, বাদগাম এবং সোফিয়ান জেলায় ভোটদানের হার ছিল ৩৮.৪৯ শতাংশ।৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর জম্মু ও কাশ্মীরে এটাই প্রথম লোকসভা নির্বাচন।

২ পাতার পর

বিজেপির বুথ স্তরের কর্মী ও নেতারাই ভোটারদের বুথে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হচ্ছেন

নয়।পঞ্চম দফার ভোট পর্ব শেষেও তা অব্যাহত। আর তার জেরেই দেশজুড়ে প্রশ্ন ঘুরছে ভোট কম পড়ছে কেন? মোদি হাওয়াই বা কোথায় গেল? যে ভোত জমা হচ্ছে ইভিএমে তা পড়ছে কার ঝুলিতে? ২০১৪ আর ২০১৯র মতো ভোটারদের মধ্যে এবার আর সেই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না কেন? সর্বত্র কেন এক অস্বস্তিকর নীরবতা? এই প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বিজেপির অন্দরে। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের পর উঁকিঝুঁকি মারা প্রশ্নগুলো প্রত্যেক দফার শেষে তীব্রতর হয়ে উঠছে। আর কপালে ভাঁজ বাড়ছে বিজেপির। নড়াচড়া পড়ে গিয়েছে নেতৃত্বের শীর্ষস্তর পর্যন্ত। আর নীচু তলায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, রাখো আরও চোখ দেখিয়ে চুপ করিয়ে। রাখো আরও হুমকি ধমকি দিয়ে চুপ থাকতে। রাখো আরও এজেন্সি দেখিয়ে বসিয়ে রাখতে। রাখো আরও কোনঠাসা করে। সব কিছুরই এখন হিসাব চোকাতে হবে সুদে আসলে কড়ায় গন্ডায়।পদ্ম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পঞ্চম দফা চালাকালীনই সদর দপ্তরে দলের সব সাধারণ সম্পাদক ও উচ্চ পদাধিকারীদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ভোটের মাঝে বিজেপির এমন স্ট্র্যাটেজি বৈঠক এক কথায় নজিরবিহীন। রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের থেকে আগেই রিপোর্ট নেওয়া ছিল। সোমবার শীর্ষস্তরের থেকে ভোটের গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত ফিডব্যাক নিয়েছেন নাড্ডা। যদিও এই রিপোর্ট তলবের নেপথ্যে যে আসলে নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ রয়েছেন, সে ব্যাপারে দলের অন্দরে সংশয় নেই। বৈঠকে ছিলেন বি এল সন্তোষ, অশ্বিনী বৈষ্ণবরাও। বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য ছিল, ভোটের হারে ধস। শহর কিংবা গ্রাম, ভোট কেন কম পড়ছে, সেটা জানার জন্য দ্বিতীয় দফার পরই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা দলীয় নেতৃত্বকে বলা হয়েছিল বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাতে। বিজেপির কাছে চিন্তার কারণ হল, বিগত তিন বছর ধরে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে বুথ স্তরের সংগঠনে। উচ্চ পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক কিংবা কৌশল নির্মাণে নয়। অনেক বেশি আলোচনা হয়েছিল বুথ স্তর কমিটি গঠন এবং তাদের দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, বিজেপি শাসিত রাজ্য হোক কী অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য, সর্বত্রই নীচুতলার নেতাকর্মীরাই কার্যত বসে গিয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, বিজেপির নিজের ভোটব্যাঙ্ক যেখানে শক্তিশালী, সেইসব রাজ্য এবং লোকসভা কেন্দ্রগুলিতেও ভোটাররা বুথমুখী হচ্ছেন না।

১-ম পাতার পর

অভিজিতের প্রচারে মঙ্গলবারই ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন

কমিশনকে জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলাম, যদি কোনও পদক্ষেপ করা হয়, তার আগে যেন অতিরিক্ত জবাব (সাপ্লিমেন্টারি রিপ্লাই) দেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু কোনও সুযোগ না দিয়েই কমিশন এই নির্দেশ দিয়েছে।" অভিজিৎ আরও বলেন, "অন্য লোকের মান আছে, রেখা পাত্রের মান নেই, আমার মান নেই, তা তো হতে পারে না!" একই সঙ্গে বলেন, "দরকারে কমিশনের এই নির্দেশ খারিজ করার আর্জি জানিয়ে আমি আদালতে যাব।" অভিজিতের বিরুদ্ধে কমিশনের পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষুব্ধ শুভেন্দু অধিকারীও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, "মমতা ব্যানার্জি মহিষাদলে এসে কী সব বলে গিয়েছেন। তখন কি নির্বাচন কমিশন ঘুমোচ্ছিল? বাপ-বেটা, গদ্দার কত কী বলেছেন। ওঁদের জন্য এক নিয়ম আর অভিজিৎ গাঙ্গুলির জন্য আলাদা নিয়ম?"সম্প্রতি হলদিয়ায় অভিজিতের করা একটি বক্তৃতার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। যদিও আনন্দবাজার অনলাইন সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি। সেই ভিডিয়োয় অভিজিৎকে বলতে শোনা যায়, "তৃণমূল বলছে, রেখা পাত্রকে কেনা হয়েছিল ২০০০ টাকায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তোমার হাতে কেউ ৮ লক্ষ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি হয়, কেউ ১০ লক্ষ টাকা দিলে রেশন হাওয়া হয়ে যায়! কেন তোমার দাম ১০ লক্ষ টাকা? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে মেকআপ করাও বলে? আর রেখা পাত্র গরিব মানুষ, লোকের বাড়িতে কাজ করে, আমাদের প্রার্থী। সে জন্য তাঁকে ২০০০ টাকায় কেনা যায়?" প্রকাশ্য সভায় মমতাকে কুকথা বলার জন্য অভিজিৎকে গত ১৭ মে নোটিস পাঠিয়েছিল কমিশন। জানিয়েছিল, বিজেপি প্রার্থী জবাব না-দিলে একতরফা পদক্ষেপ করা হবে। ২০ মে, সোমবার কমিশনকে জবাব দিয়েছিলেন অভিজিৎ। তার পর মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য অভিজিতের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে কমিশনের তরফে।

১-ম পাতার পর

ষষ্ঠ দফায় ভোটে কোন জেলায় কত আধা সেনা মোতায়েন তা চূড়ান্ত করল কমিশন

সূত্রের খবর অনুযায়ী, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২১৮ কোম্পানি, বাঁকুড়াতে ১৭৮ কোম্পানি, ঝাড়গ্রামে ১৩৩ কোম্পানি, পূর্ব মেদিনীপুরে ২৩৭ কোম্পানি, পুরুলিয়াতে ১৩৭ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমানে ১৬ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে।ঝড় নিয়েও সতর্ক করল নির্বাচন কমিশন। ২৫ তারিখের ভোট নিয়ে বিশেষ বৈঠক ডাকল কমিশন। আগামীকাল জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন। আগামীকাল সিইও ডেকে পাঠালেন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিবকে। ঝড় নিয়ে পর্যালোচনা করতে ডাকা হল বৈঠক। পাশাপাশি ষষ্ঠ দফার ভোট নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা গুলির ডিএমদের নিয়েও বৈঠক ডাকল কমিশন। আগামী ২৫ তারিখে বৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাস নিয়ে কী ব্যবস্থা আছে জেলাগুলোতে তা নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবে কমিশন।

১-ম পাতার পর

দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন সিবিআই আধিকারিক

মধ্যপ্রদেশের ৩১টি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই আধিকারিকদের বিশেষ দল। সেই তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা, ৪টি সোনার বিস্কুট, ১৫০-টিরও বেশি জরুরি কাগজপত্র এবং ৩৬টি ডিজিটাল ডিভাইস। জানা যাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশের একটি নার্সিং কলেজে বড় রকমের দুর্নীতি হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের একটি বিশেষ টিমের হাতে। অভিযোগ, বিপুল অর্থের পরিবর্তে ওই নার্সিং কলেজের পক্ষে রিপোর্ট জমা দেয় তদন্তকারী দল। কেন্দ্রীয় এজেন্সির টিমের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে এমন গুরুতর অভিযোগ কানে যেতেই তদন্ত শুরু করে সিবিআইয়ের ভিজিল্যান্স টিম। এরপরেই কোটি কোটি টাকা সহ গ্রেফতার করা হয় কেন্দ্রীয় এজেন্সিরই এক আধিকারিককে। রাহুল রাজ নামের ওই আধিকারিকের পাশাপাশি আরও ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সেই সঙ্গেই আরও ৩ জন সিবিআই আধিকারিক সহ মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, শুরু হয়েছে তদন্ত। এদিকে দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে সিবিআই আধিকারিককে এভাবে ঘুষ নেওয়ার ঘটনা সামনে আসার পর রীতিমতো শোরগোল পড়ে। তবে তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই মামলায় তাদের তরফ থেকে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। সংস্থার মূল্যবোধ যদি কোনও আধিকারিক না মেনে চলেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

পঞ্চম দফা লোকসভা নির্বাচনের পরই

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল হাওড়ার উলুবেড়িয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম দফা লোকসভা নির্বাচনের পরই ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল হাওড়ার উলুবেড়িয়া। তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে নির্বাচনের আগেই বিজেপির কর্মীর উপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, সোমবার বিজেপির তরফে থেকে অর্জুননগর ২০৫ নং বুথে দলীয় পতাকা টাঙানোর কাজ চলছিল। যদিও তখন কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। এর পর রাতে বিজেপি কর্মীদের টার্গেট করে হামলা চালানো হয়।এই হামলার ঘটনায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। যদিও গেরুয়া শিবিরের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। লোকসভার পঞ্চম দফা ভোটের ঠিক পর এহেন হামলায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াচ্ছে রাজ্যের নানা প্রান্তে।এই ঘটনার রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার রাত ৩ টে নাগাদ উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুয়ারী পাড়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল কর্মী তন্ময় পুরকাইতের অভিযোগ গতকাল রাত তিনটে নাগাদ তার বাড়ির দরজাতে ১ টি বোমা মারা হয়। সেই সময় তিনি সপরিবারে ঘরের ভেতর ঘুমোচ্ছিলেন। এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি কর্মী প্রণব সামুইয়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে, যিনি সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। যদিও বিজেপির তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বলা হয়েছে, তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। লোকসভা ভোটে ওরা হারতে চলেছে বুঝতে পেরেই বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।পূর্ব মেদিনীপুরেও হিংসার খবর পাওয়া গিয়েছে। এই জেলার ভূপতিনগর থানা এলাকার অর্জুননগর গ্রামে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সোমবার রাত ২ টো নাগাদ বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। ব্যাপক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। এই ঘটনায় বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের ৮০ থেকে ৯০ জনের একটি দুষ্কৃতী দল কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মারধর করে। ঘটনায় আহতদের প্রথমে স্থানীয় মুগবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় একজনকে তমলুক ও আরেক জনকে কলকাতার মেডিকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল, ফের সেই দিন পিছিয়ে গেল

সেই দিন পিছিয়ে গেল। ৩ জন অভিযুক্ত আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজির না হওয়ার কারণে চার্জ গঠন করা যায়নি। চার্জ গঠনের দিন পিছিয়ে আগামী ৩ জুলাই দেওয়া হয়েছে। নারায়ণ, জয়দেব, বিনয়রা হাজির না হলেও, এদিন আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন অনুপ মাঝি ওরফে লালা। আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়েই হাজির হয়েছিলেন তিনি। এই বিষয়ে তাঁর আইনজীবী বলেন, 'সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিটের কপি আমাদের দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা এতটাই বড় যে পুরোটা পড়ে ওঠা যায়নি। আর বাকি ৩ জন অভিযুক্ত উপস্থিত ছিলেন না'।

আন্টার্টিকায় পর্যটন সংক্রান্ত কোচি ৪৬-তম আন্টার্টিকা চুক্তি

পরামর্শদাতা কমিটির কর্মীগোষ্ঠী আলোচনার পথ প্রশস্ত করবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আন্টার্টিকায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে ৪৬-তম আন্টার্টিকা চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটির কর্মীগোষ্ঠীর আলোচনায় ভারত কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতে চলেছে। পৃথ্বি বিজ্ঞান মন্ত্রকের অন্তর্গত গোয়ার ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোলার অ্যান্ড ওশান রিসার্চ এবং আন্টার্টিকা চুক্তি সচিবালয় কেরালার কচিতে মে মাসের ২০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত এই বৈঠকের আয়োজন করেছে। কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু এই আজ এই আলোচনায় যোগ দেন। সমাবেশে প্রায় ৪০টি দেশের সাড়ে ৩০০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে আন্টার্টিকা চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ প্রথা মাফিক বার্ষিক উচ্চস্তরীয় বিশ্ব পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করে যা আন্টার্টিকা পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্টার্টিকা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিজ্ঞান, নীতি, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই জাতীয় বৈঠকে সদস্য দেশগুলি আলোচনায় মিলিত হন। দক্ষিণ মেরুতে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত কমিটি আন্টার্টিকা চুক্তির মাদ্রিদ প্রটোকল মাফিক ১৯৯১ সালে গঠিত হয়। এই কমিটি আন্টার্টিকা চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটিকে আন্টার্টিকা পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে। ১৯৯৩ সাল থেকে ভারত পরামর্শদাতা গোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠীর অন্য ২৮টি দেশের সঙ্গে ভারত আন্টার্টিকার পরিবেশ রক্ষা এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই গোষ্ঠীর বৈঠকে ভারতের প্রস্তাবক হিসেবেও যেমন ভূমিকা রয়েছে, তার পাশাপাশি আলোচনা এবং সিদ্ধান্তগত ক্ষেত্রে ভোটাভুটিরও অধিকার রয়েছে। আন্টার্টিকায় গবেষণাকেন্দ্র তৈরি, বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম, লজিস্টিক কার্যকলাপ ছাড়াও পরিবেশগত নিয়মবিধি লাগু করার এবং বৈজ্ঞানিক ডেটা এবং আন্টার্টিকা চুক্তির সদস্যভুক্ত দেশগুলির বিভিন্ন গবেষণালব্ধ বিষয়ে ভারত খতিয়েও দেখতে পারে। দক্ষিণ মেরুর আন্টার্টিকা সামরিক কার্যলাপ বিহীন একটি জায়গা এবং তা কোনো দেশের সীমাগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এছাড়াও এখানে সব সময় শান্তি বিরাজ করে। আন্টার্টিকা চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটির কার্যকলাপ আর্জেন্টিনায় আন্টার্টিকা চুক্তি সচিবালয় সদর কার্যালয় মারফৎ পরিচালিত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ডঃ এম রবিচন্দ্রন বলেন, আন্টার্টিকা হল জনহীন প্রান্তর এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এক শেষ সীমানা। এই অনন্য সাধারন এলাকায় গবষণা এবং পর্যটনের ক্ষেত্র এমনভাবে তৈরি হওয়া দরকার যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে সেখানকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে। ভারত সহ সমস্ত সদস্য দেশগুলির সেক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, ৪৬-তম আন্টার্টিকা চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে ভারত নেতৃত্ব দান করতে পেরে গর্বিত। আন্টার্টিকা চুক্তি ব্যবস্থাকে নিয়ে এক বৃহত্তর পরিকাঠামো সংযোজনের ক্ষেত্রে এই বৈঠক থেকে কার্যকরী প্রস্তাব উঠে আসবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। বিগত কয়েক বছর ধরে আন্টার্টিকার পর্যটন প্রসারলাভ করায় সেখানকার পরিবেশের সুষ্ঠুযিত্ব রক্ষা এক অন্যতম বিচার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতের নেতৃত্বেই ৪৬-তম আন্টার্টিকা চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সেখানে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এই প্রথম একটি কর্মীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এই বৈঠকে নেতৃত্ব দান করতে পেরে ভারত গর্বিত। বৈঠকে এনসিপিওআর -এর অধিকর্তা থাম্বান মেলথ বলেন, ভারতের আন্টার্টিকার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আইনি পরিকাঠামো রয়েছে। ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের পরামর্শদাতা এবং আয়োজক দেশের সচিব ডঃ বিজয় কুমার বলেন, আন্টার্টিকা গবেষণায় ভারত নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব পদ্মবিভূষণ ডঃ শৈলেশ নায়েক আন্টার্টিকা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) শ্রী পবন কাপুর উপস্থিত ছিলেন।

সন্ত্রাসের পরিবেশে ভোট দিতে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছে না ভোটাররা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লাইনে দাঁড়িয়েও ভোট দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত শুনতে হয়েছিল, "ভোট পড়ে গিয়েছে, বাড়ি যান।" অনেকে ভোটের লাইনে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেননি। তার আগেই তাড়া খেয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। শাসকদলের বিরুদ্ধে বোমাবাজি, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাসের এমন একাধিক অভিযোগকে ঘিরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বছরখানেক আগে পঞ্চায়েত ভোটে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভেরই সুবিধা নিতে চাইছে বিরোধীরা। প্রায় ৫৫ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। গত পঞ্চায়েত, বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বিজেপি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির কর্মী সমর্থক থাকলেও রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে সে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না পদ্মশিবির। তা ছাড়া, বুথস্তরে সে ভাবে সভা-সমিতিও হচ্ছে না বলে জানালেন দলেরই অনেকে। তবে বিজেপি নেতা চন্দনকুমার নস্কর বলেন, 'আমরা স্থানীয় নেতৃত্ব নিয়মিত বুথভিত্তিক বৈঠক করছি। কর্মীদের মনোবল বেড়েছে।' সংগঠনিক শক্তির কিছুটা ঘাটতি রয়েছে বলে যদিও মেনে নেন তিনি। মগরাহাট ব্লকের সিপিএম নেতা চন্দন সাহা বলেন, 'তৃণমূলের দুর্নীতির জেরে পুরনো অনেকে আমাদের দলে ফিরছেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিজেপি আবার ফিরছে

শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এর অর্থ হল বিজেপি অর্ধেকের কম হিন্দুর ভোট পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সম্ভবত ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী বিজেপিকে আরেকটি জয়ের পথ দেখাবেন।তিনি বলেছেন, সম্ভবত ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী বিজেপিকে আরেকটি জয়ের পথ দেখাবেন।এদিন তিনি বলেছেন, এবার বিজেপির আসন সংখ্যা ২০১৯-এর কাছাকাছি হতে পারে কিংবা ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত ২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি একাই পেয়েছিল ৩০৩ টি আসন। প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, তিনি মনে করেন, মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি আবার ফিরছে। তারা গত নির্বাচনের মতো একই সংখ্যা পেতে পারে কিংবা আরও কিছুটা ভাল করতে পারে। তবে তিনি বলেছেন, এটা নেহাতই অনুমান মাত্র। নজর দেওয়া উচিত মৌলিক বিষয়ের দিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, সবাইকেই মৌলিক বিষয়ের ওপরে নজর দেওয়া উচিত। যদি বর্তমান সরকার এবং তার নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ না থাকে, তাহলে বিকল্প যাই থাকুক না কেন, জনগণ তাদের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।তিনি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ কিংবা হতাশা দেখা যায়নি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩৮ সংখ্যা ২২ মে, ২০২৪ বুধবার ০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

আজহারউদ্দিন খানকে ভোটের মুখে

কাঁথির এসডিপিও পদে বসাল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মালদহের একটি স্কুলে ঢুকে পড়া 'বন্দুকবাজ'কে একাই কাবু করে দিয়েছিলেন তিনি। প্রাণের তোয়াক্কা না করেই বন্দুকবাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে 'অ-সাধারণ' নির্বাচিত করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার অনলাইনে। ডিএসপি র‍্যাঙ্কের অফিসার সেই আজহারউদ্দিন খানকে ভোটের মুখে কাঁথির এসডিপিও পদে বসাল নির্বাচন কমিশন।গত বছর প্রচারের আলোয় এসেছিলেন আজহার। দিনটা ছিল ২৬ এপ্রিল। দুপুরবেলা মালদহের মুচিয়া চন্দ্রমোহন হাই স্কুলে এক বন্দুকবাজ ঢুকে পড়েছিলেন। সাত-পাঁচ না ভেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই বন্দুকবাজকে ধরেছিলেন আজহার। ওই ঘটনার পর পুলিশের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আজহারকে ভোট পরিস্থিতি সামলাতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাড়া কাঁথিতে পাঠাচ্ছে কমিশন।আগামী শনিবার ষষ্ঠ দফায় পূর্ব মেদিনীপুরের দুই কেন্দ্র তমলুক ও কাঁথিতে ভোট। তার আগে জেলার পুলিশ আধিকারিককে বদলে দিয়েছে কমিশন। সরানো হয় কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাস, ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক এবং পটাশপুর থানার ওসি রাজু কুন্ডুকে। সোমবার কমিশন জানিয়েছে, নবান্নের সুপারিশ মেনে কাঁথির এসডিপিও করা হল আজহারকে। এর আগে দার্জিলিঙের ডিএসপি ছিলেন তিনি।

সম্পাদকীয়

অগ্নিবীররা কেবল সৈনিক নয়, নেতা, উদ্ভাবক এবং দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষক" বললেন সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান

চিফ অফ ডেফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান বলেছেন, "অগ্নিবীররা কেবল সৈনিক নয়, নেতা, উদ্ভাবক এবং দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষক" । বেলাগাভিতে ২০ মে মারাঠা রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং এয়ারম্যান ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণরত অগ্নিবীরদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। সামরিক পরিষেবার মহৎ উদ্দেশ্য এবং সামরিক পরিকাঠামোর মূল ভূমিকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে বেছে নেওয়ার জন্য অগ্নিবীরদের প্রশংসা করেন তিনি। মারাঠা রেজিমেন্টাল সেন্টারে সিডিএস বলেন, দেশের প্রতি অসাধারণ দায়িত্ব পালনে এটা তাঁদের কাছে এক সাক্ষ্য স্বরূপ হয়ে থাকবে।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে সেনাদের এবং তাঁদের পরিবারের জীবনে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তা স্বীকার করে নিয়ে জেনারেল চৌহান বলেন, যাবতীয় চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও অগ্নিবীরদের যাত্রপথ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। এতে তাঁদের যেমন ব্যক্তিগত বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে, তার পাশাপাশি দেশ সেবার এক অনন্ত গর্ব অনুভব করবেন তাঁরা। বর্তমান সময়কালে রণকৌশলের বদলে যাওয়া চরিত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিডিএস বলেন, আগামীদিনের যুদ্ধের জটিলতা এবং অপ্রত্যাশিত চরিত্রের মধ্যে যুক্ত হবে সাইবার যুদ্ধ, কৃত্রিম মেধা এবং অপ্রতিসম হুমকি। এগুলি রণক্ষেত্রের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং ক্রমাগত তা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারলে তা চলার পথে সহায়ক হয়ে উঠবে। এছাড়াও সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে তা বিশেষ সহায়ক হয়ে দেখা দেবে। বেলাগাভিতে এটিএস সফরে তিনি ভারতীয় বায়ুসেনার অগ্নিবীর বায়ুদের প্রশিক্ষণ কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিও ঘুরে দেখেন সিডিএস। সেখানে তিনি অগ্নিবীর বায়ু প্রশিক্ষণরত তৃতীয় ব্যাচের সঙ্গে কথা বলেন। ২০২২-এ সেনা মন্ত্রালয় দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতি মাফিক এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়ে বলেন, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে দক্ষ সৈনিক ভবিষ্যৎ যুদ্ধের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। প্রশিক্ষণরতদের তিনি বলেন, সারা জীবন ধরে আমাদের শিখতে হবে। তার কারণ, প্রতি মুহূর্তেই দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। প্রযুক্তি নিবিড় রণকৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এর কোনো বিকল্প নেই বলেও তিনি জানান। প্রশিক্ষণরতদের তিনি বলেন, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শারীরিক দক্ষতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, কাজের প্রতি সততা বজায় রাখতে হবে। এটিএস-এ এবং মারাঠা রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণদাতাদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই জাতীয় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম, তার কারণ দেশে সামরিক দক্ষতা বিকাশের পথে তা কার্যকর ভূমিকা নেবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

জন্মাষ্টমী পালিত হয়, এই কলিযুগে এবছরেই শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হলো।পৃথিবীতে সত্যি অচলের পথে নেমেছে যে আমাদের মত মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করছে ভগবান। তাই জন্য কি করো না ভাইরাসে সারা পৃথিবী আজ ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। সবি ঈশ্বর জানে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ,বর্তমান যুগতো কলি তাই।তবে কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে, আজ আমি আমার কলমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বর্তমানে জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী একটি হিন্দু উৎসব। এটি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ইত্যাদি। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয়, তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে পড়ে।আর যাইহোক এসব কথা লিখতে বসে ভগবান উপলব্ধি করেছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কথা না বললে আজ এই লেখাটির অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - অজ্ঞের হৃদয়ে অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে সম্প্রদায় সৃষ্টি, দলগঠন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলে প্রচার করে হরেক রকম আজগুবি ঘটনার সৃষ্টি এবং ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্য চলছে। ব্যাপক আকাশকে যেমন হাতের মুঠোয় আনা যায় না যা কল্পনা করা যায় মাত্র তেমনি সর্বব্যাপক ভগবানকে তাঁর বিশালত্ব ত্যাগ করে নারীর গর্ভাশয়ে রজবীর্যসহ জন্ম নেন এ কল্পনা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

অবতার ও ঈশ্বর। স্বামী বিবেকানন্দর এই কথাগুলো আজ হয়তো আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছি ,অনেকে পারছি না। তবে ভগবানের লীলাখেলার ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে সারা ভারতবর্ষের মাটিতে। সেই কারণেই জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব। এক সময় ঢাকাবাসী এ জন্মাষ্টমী উৎসব অথবা জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। বর্তমানে এর ছোঁয়া থাকলেও আগের সেই জৌলুস আর নেই। জন্মাষ্টমী এ অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উৎসব ছিল, যে উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। শুধু তাই নয়, এক সময় ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমীর যে মিছিল বের হতো তা সারা উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন এ দিনে শুধু উপাবাসে সপ্ত জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। আর তাই এ দিনটিতে তারা উপবাস করে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকে।তবে আমরা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লীলা ইতিহাস অজানা থেকে গেছে।নেই নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিল তার ইতিকথা আমার কলমে পরিবেশন করছে।কংস এবং দেবকী ভোজবংশীয়। কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকী। যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে মথুরার উদ্দেশে রওনা হলেন। কংস ভগিনীকে খুশি করার জন্য নিজেই সেই সুবর্ণমণ্ডিত রথের সারথি হলেন। পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বসুদেব ও দেবকীর সম্মানার্থে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ইত্যাদি মঙ্গলবাদ্য বাজতে লাগল। কিন্তু তাতে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। এমন সময় দৈববাণী হল, 'রে অবোধ যাহাকে তুমি রথে করিয়া পতিগৃহে লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণনাশ করিবে।' এরকম ভীতিপ্রদ এক দৈববাণী শুনে কংস একহাতে দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে অসির সাহায্যে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। নব বিবাহিতা পত্নীকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেখে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন বসুদেব। তারপর সাহস সঞ্চয় করে নানাভাবে বুঝিয়ে কংসকে নিরস্ত করলেন। বললেন, "দেবকী আপনার ছোট বোন। ওর দিক থেকে আপনার কোনও ভয় নেই। ভয় ওর পুত্রদের নিয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি দেবকীর গর্ভজাত পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পণ করব।" দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

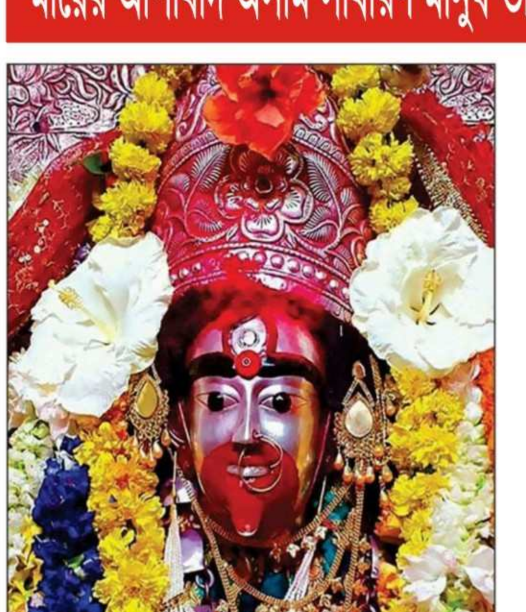

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইতিহাসকার থাকুন ইতিহাস নিয়ে, ভক্ত থাকুন তাঁর আপন বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের উপরে অবলম্বন করেই মা ইচ্ছায় এই মন্দিরটি তৈরি হয় তারাপীঠ।

এভাবেই তারাপীঠে প্রথম মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

সন্ত্রাসের পরিবেশে ভোট দিতে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছে না ভোটাররা

হলে আগের থেকে আমাদের ভোট বাড়বে।' এ বার বামেদের তরফে জয়নগর লোকসভায় লড়ছেন আরএসপি প্রার্থী। তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। তবে কংগ্রেস কর্মীদের প্রচারে সে ভাবে দেখা যাচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কংগ্রেস নেতা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত কোনও মিছিল,মিটিংয়ে যাইনি। যাব কি না, তা-ও বলতে পারছি না।'

তৃণমূল বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, 'কোনও দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সন্ত্রাস হয়নি। বিরোধীরা মিথ্যা বদনাম রটাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিই এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে এই কেন্দ্রে সব থেকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়।'জয়নগর লোকসভার অধীন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বহু মানুষের মনে সেই স্মৃতি টাটকা। আসন্ন লোকসভা ভোটে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁদের মনে। নির্বাচন কমিশনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। তারপরেও ভরসা পাচ্ছেন না বহু ভোটার।

গত পঞ্চায়েত ভোটে ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে ধনপোতা, কলস, মগরাহাট পশ্চিম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা কুদ্দুস মোল্লার অভিযোগ, 'পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে আমরা বুথের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারি।অনেককে তো লাইনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েও শুনতে হয়েছে, ভোট পড়ে গিয়েছে। এ বারও ভোট দিতে পারব কি না, জানি না। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় রুট মার্চ করে গিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন।' অনেকেরই দাবি, এর মধ্যেই ভোট দেওয়া নিয়ে শাসকদলের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে।মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে ১৮ হাজার ভোটে জিতেছিল তৃণমূল। ২০২১ সালের বিধানসভায় তিনগুণ বেড়ে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান দাঁড়ায় প্রায় ৫৪ হাজার। শাসকদল জোরজুলম করেই এত ভোট পেয়েছিল বলে অভিযোগ বিরোধীদের। সে কথা মানেননি তৃণমূ নেতৃত্ব।

২০০৭-০৮ সাল থেকে তৃণমূল মগরাহাট ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও কিছু পঞ্চায়েতের দখল নেয়। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয় মগরাহাট। বাম জমানার শেষের দিকে ২০১১ সালে মগরাহাটের নৈনানপুর গ্রামে বিদ্যুৎ লাইনের হুকিং-কাণ্ডে পুলিশের গুলিতে এক গ্রামবাসী মারা যান। গ্রামবাসীর ছোড়া পাথরে পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। তা নিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক চাপানউতোর চলে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে ২০১২ সালে বিষ মদ-কাণ্ডে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এখানে।তৃণমূল ক্ষমতা দখলের পর থেকে যত দিন এগিয়েছে, দলে কোন্দল বেড়েছে। অনেকেই দল থেকে বসে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ নিয়েও ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে।

২০১১ সাল থেকে টানা তিন বার এই বিধানসভায় জিতেছেন নমিতা সাহা। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। অভিযোগ, তাঁর এক সময়ের ছায়া সঙ্গীদের আজকাল আর মঞ্চে, সভায় দেখা যায় না। পুরনো নেতৃত্বকে বসিয়ে নতুন 'অযোগ্য'দের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে দলের অন্দরে। এক সময়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতির পদ সামলানো খইরুল হককে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায়, বসিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ক'দিন আগে পুরনো দল কংগ্রেসে ফিরেছেন খইরুল।

সিনেমার খবর

যশের ছবি থেকে যে কারণে সরলেন কারিনা কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার রকিং স্টার যশের সিনেমা পুরো বিশ্বে ব্যাবসায় রেকর্ড গড়েছে। 'কেজিএফ' ও 'কেজিএফ ২' এর পর গীতু মোহনদাসের 'টক্সিক' ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যশ। জানা যায়, 'টক্সিক' এই সিনেমায় যশের বোনের চরিত্রে দেখা যাবে কারিনা কাপুরকে। এমনকী, 'ক্রু' ছবির প্রচার চলাকালীন পরোক্ষভাবে সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলিউড বেবো নিজেই। কিন্তু সে আশা যেন উড়ে গেল কাপুরের মতো। সম্ভাবনার বাস্তব রূপ আর দেখতে পাবেন না দর্শক।

ড্রাগ মাফিয়াদের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হবে এই সিনেমাটি। স্বাভাবিকভাবেই 'কেজিএফ' খ্যাত যশকে নিয়ে উন্মাদনা দর্শকমহলে। সম্প্রতি একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এই সিনেমার নির্মাতার তরফ থেকে। দর্শকের মধ্যে উত্তেজনা দেখে টিম টক্সিক খুবই আনন্দিত। তবে সিনেমাটি নিয়ে কোনো মিথ্যে তথ্য ছড়াতে বারণ করেছেন নির্মাতা।

এদিকে সিনেমার জন্য চলছে জোরদার প্রস্তুতি। ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিনেতাদের বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু যশের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন তা নিয়ে শুধু নির্মাতা নয়, যশ-প্রেমীরাও ছিলেন বেশ চিন্তিত। অবশেষে যশের নায়িকা হিসাবে কিয়ারা আদভানি চূড়ান্ত করা হয়েছে। নির্মাতা মনে করছেন, যাদের কাস্ট করা হয়েছে তারা শতভাগ উপযুক্ত।

অন্যদিকে ধোঁয়াশা রেখেই সিনেমাটি থেকে সরে গেলেন কারিনা। জানা যায়, তারিখ নিয়ে সমস্যার কারণেই অভিনেত্রীর এমন সিদ্ধান্ত। নির্মাতার তরফেও তারিখ বদল করার কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই ঘটনাটি নিয়ে কিছুটা হতাশ বেবোর অনুরাগীরা। তার পরিবর্তে কাকে কাস্ট করা হবে সে অপেক্ষায় সিনেপ্রেমীরা।

ভাঙা হাত নিয়েই কান মাতালেন ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিশ্বের প্রাচীন চলচ্চিত্র উৎসব বলা হয় কানকে। ১৪ মে বসেছে উৎসবের ৭৭তম আসর। প্রতিবারের মতো এই আসরেও রেড কার্পেটে হাঁটার ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়।

বৃহস্পতিবার ঐশ্বরিয়াকে 'গডফাদার' খ্যাত নির্মাতা ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার নতুন ছবি 'মেগালোপোলিস' এর প্রিমিয়ারে লাল গালিচায় হাঁটতে দেখা গেছে। সোনার বিবরণসহ একটি কালো এবং সাদা পোশাকে। পোশাকটি ডিজাইন করেছেন ফালগুনী শেন ময়ূর। বরাবরের মতো এবারের আসরেও দ্যুতি ছড়ালেন ঐশ্বরিয়া। তারআগে মেয়ে আরাধ্যর হাত ধরে হাজির হন বচ্চন বধূ। প্লাস্টার করা হাতে মুম্বাই এয়ারপোর্টে তাকে দেখে অনেকে চমকে গিয়েছিলেন। কানের লাল গালিচায়ও প্লাস্টার হাতেই দেখা যায় ঐশ্বরিয়াকে। ঐশ্বরিয়া কোনোভাবে ডান হাতে চোট পেয়েছেন। করা হয়েছে প্লাস্টার। কানে যোগ দেয়ার আগে তার হাতের এ অবস্থা দেখে মন ভেঙে যায় বহু ভক্ত অনুরাগীদের। কিন্তু দমে যাননি ঐশ্বরিয়া। ভাঙা হাত নিয়েই কানের লাল গালিচা মাতান, সঙ্গে মানুষের হৃদয়ও জয় করে নেন।

ঐশ্বর্য রায় ২০০২ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারী সোনার গয়না সহ নীতা লুল্লা শাড়িতে প্রথম হাঁটেন রেড কার্পেটে। সেই বছরই তার ছবি দেবদাস সেখানে প্রিমিয়ার হয়েছিল। তিনি অভিনেতা শাহরুখ খান এবং পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই উৎসবে হাজির থেকেছেন এই অভিনেত্রী। স্বরিয়াল প্যারিসের অন্যতম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে রেড কার্পেটে রেখেছেন মাতিয়ে।

সারার প্রেমে মজেছেন আদিত্য!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ দুই বছরের সম্পর্কে ইতি টেনেছেন আদিত্য রায় কাপুর ও অনন্যা পাণ্ডে। বিচ্ছেদে নাকি মন ভেঙেছে অনন্যার। বাড়িতে এখন পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কেমন আছেন আদিত্য? বর্তমানে কী তিনি অভিনেত্রী সারা আলি খানের সঙ্গে ব্যস্ত?

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে আদিত্যর। সেই ছবিতে সারা আলি খানের সঙ্গে পার্টি করতে দেখা যাচ্ছে তাকে। অনুরাগ বসুর সিনেমা 'মেট্রো ইন দিনো'-তে জুটি বেঁধেছেন আদিত্য ও সারা। সেখান থেকেই সারার থেকে ঘনিষ্ঠতা তৈরি আর অনন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ?

তবে নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে সারা ও আদিত্য ছাড়াও রয়েছেন পরিচালক অনুরাগ বসু। 'মেট্রো ইন দিনো' সিনেমার সেটেই অনুরাগ বসুর জন্মদিন উদযাপন হচ্ছিল। সেখানেই তোলা হয়েছে এই ছবি। ছবিতে স্পষ্ট, সারা ও আদিত্য দু'জনই সুসময় কাটাচ্ছেন বোঝা যায়।

এর আগে এক ফ্যাশন শো-তেও একসঙ্গে হেঁটেছিলেন আদিত্য-সারা। তাদের রসায়ন পছন্দ হয়েছিল অনেকেরই। বাস্তবে কী এবার সারার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে? সময়ই তার উত্তর দিতে পারবে।

'মেট্রো ইন দিনো' সিনেমায় সারা ও আদিত্য ছাড়াও রয়েছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্তা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, কঙ্কণা সেনশর্মা, আলি ফয়জল, ফাতিমা সানা শেখ। বর্তমানে সম্পর্কের নানা রকমের সমীকরণ নিয়ে তৈরি এই সিনেমা। অনুরাগ সিনেমা সম্পর্কে বলেছিলেন, মানুষের জন্য মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি 'মেট্রো ইন দিনো'।

অন্যদিকে, অনন্যার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি আদিত্য। দু'জনেরই এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে সম্পর্ক ভেঙেছে তাদের। দু'জনের মধ্যে সব ভালোই চলছিল। তাই সম্পর্ক ভাঙায় অনেকেই অবাক। তবে বিচ্ছেদ হলেও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছেন তারা।

চলে গেলেন মোনালি ঠাকুরের মাতৃদেবী

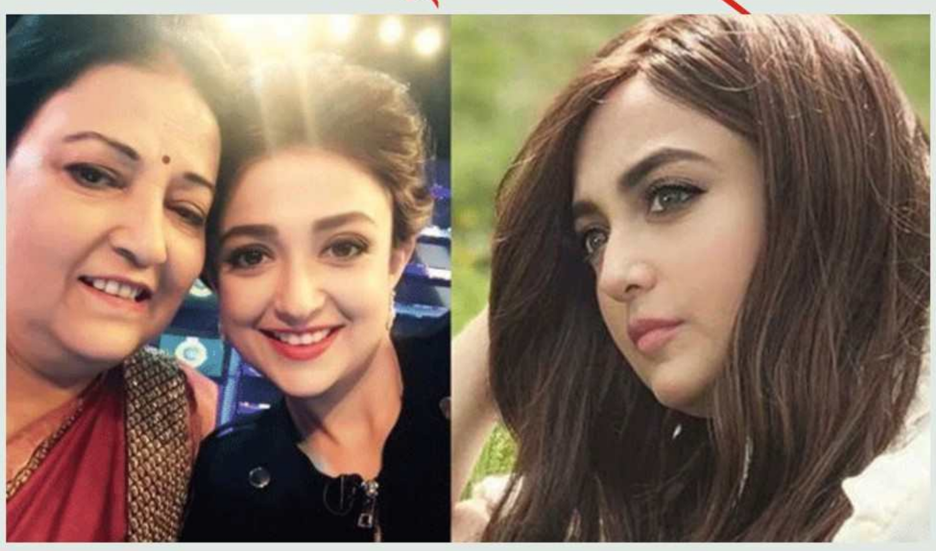

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'শেকল ছিঁড়ে গেছে, অবশেষে কষ্টের অবসান'! মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে পরপারের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন ভারতীয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী মোনালি ঠাকুরের মা। মাতৃবিয়োগে এইমুহূর্তে ভেঙে পড়েছেন গায়িকা।

মোনালি ঠাকুরের মায়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তারই বড় বোন মেহুলি গোস্বামী ঠাকুর। ১৭ মে ফেসবুকে মায়ের একটি ছবি পোস্ট করে জানান চলে যাওয়ার বেদনা।

পোস্ট করা ছবির ক্যাপশনে মেহুলি লিখেছেন, শেকল ছিঁড়ে গেছে, অবশেষে কষ্টের অবসান...... দুপুর ২টা বেজে দশ মিনিটে মা স্থির হয়ে গেছে।

এদিকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার (১৬ মে) কলকাতা থেকে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এক গানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন মোনালি। কারণ নিজের মন ভেঙে গেলেও ভক্তদের মন ভেঙে দিতে চাননি তিনি।

গানের মাঝেই মাকে নিবেদন করেন ভালোবাসার শেষ শ্রদ্ধা। কাঁপা কণ্ঠে মাকে স্মরণ করে গান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী গান 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'।

বৃহস্পতিবার শো শেষ হতেই শুক্রবার সকালের ফ্লাইটে কলকাতা ফিরেন। লাইফসাপোর্টে থাকা শেষ মুহূর্তগুলো মায়ের পাশেই ছিলেন মোনালি। এরপরই দুপুরে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান মোনালির মা।

কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিলেন গায়িকার মা। দুটি কিডনিই অকেজো হওয়ায় চলছিল ডায়ালাইসিস। রোগীর ক্রিয়েটিনিন সাড়ে সাত, ব্লাড সুগার পঞ্চাশ, পিএইচ ৭, অক্সিজেন লেভেল ৫১-এ নেমে আসায় দায়িত্বরত চিকিৎসক পরিবারের অনুমতি ছাড়াই ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখেন।

ফুসফুসে কার্বন ডাই-অক্সাইড জমার পাশাপাশি মাল্টি অর্গান ফেইলিওর হওয়ায় গত ১২ দিন ধরে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন চলছিল। উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি ১০২ ডিগ্রি জ্বরও ছিল। অবশেষে আজ ২টা ১০ মিনিটে মারা যান মোনালির মা।

বাবার পরামর্শে মান্নাত কেনার প্রস্তাব ফিরিয়েছেন সালমান খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুম্বাইয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের শখের বাড়ি 'মান্নাত'। শাহরুখ বাড়িটি কিনেছিলেন ২০০১ সালে। তখন তার নাম ছিল 'ভিলা ভিয়েনা'। শাহরুখ ২০০৫ সালে বাড়ির নাম রাখেন 'মান্নাত'। তার আগে বাড়িটি কেনার প্রস্তাব পেয়েছিলেন সালমান খান। কিন্তু তিনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে সালমান জানান, মান্নাত কেনার প্রস্তাব পাওয়ার কথা বাবা সেলিম খানকে জানিয়ে তার পরামর্শ চেয়েছিলেন। ছেলেকে সেলিম খান বলেন, 'এত বড় বাড়ি নিয়ে করবে কী?' বাবার এই কথাতেই আর 'ভিলা ভিয়েনা' কেনার আগ্রহ দেখাননি বলিউড ভাইজান।

শাহরুখের সাধের 'মান্নাত'র এখন বাজারমূল্য ২০০ কোটি টাকার বেশি। অবশ্য মান্নাত তার বিপুল সম্পত্তির একটি অংশ মাত্র। লন্ডনেও শাহরুখের একটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। যার মূল্য ১৭২ কোটি টাকা। বলিউডের রোম্যান্স কিংয়ের দুবাইয়ের প্রাইভেট আইল্যান্ডে একটি বাড়ি রয়েছে। তার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

২৫ ক্লাবের স্কোয়াডের চেয়ে বেশি বেতন মেসির

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) খেলোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাৎসরিক বেতন পান লিওনেল মেসি। তার বাৎসরিক বেতন ২ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। বর্তমানে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেন আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তী। ৮ বারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসির বেতন বাকিদের চেয়ে বেশি হবে, সেটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মেসির এই বেতন শুধু যে খেলোয়ারদের মাঝে বেশি তা নয়। লিগের অন্য ২৫ টি দলের পুরো স্কোয়াডের বেতনের চেয়েও বেশি মেসির বেতন। কি অবাক হচ্ছেন!

এমএলএস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের গতকাল প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, লিগে ২৫টি ক্লাব নিজেদের স্কোয়াডকে যে বেতন দেয়, মেসির বেতন তার চেয়েও বেশি। মেসির নিট বেতন ১ কোটি ২০ লাখ ডলার। বিভিন্ন বোনাস সহকারে সব মিলিয়ে অঙ্কটা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৪ লাখ ৬ হাজার ৬৬৭ ডলার।

তবে প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশ করা এই তথ্যে মেসির বেতনের সঙ্গে তাঁর বাণিজ্যিক চুক্তি, এনডোর্সমেন্ট ও স্পনসর চুক্তি থেকে আয় যোগ করা হয়নি।

পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ২ বছরের চুক্তিতে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। মেসি এমএলএসে যাওয়ার আগে প্রতিযোগিতাটিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড় ছিলেন টরন্টো এফসির ইতালিয়ান স্ট্রাইকার লরেঞ্জো ইনসিনিয়ে। এখন তিনি তালিকায় দ্বিতীয় - কানাডিয়ান ক্লাবটি থেকে বছরে ১ কোটি ৫৪ লাখ ডলার আয় করেন ইনসিনিয়ে।

এমএলসে মোট ২৯টি দল ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ক্লাবগুলোর মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ বেতন দেয় ইনটার মায়ামি। খেলোয়াড়দের বাৎসরিক মোট ৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার বেতন দেয় ক্লাবটি। ৩ কোটি ১৪ লাখ ডলার বেতন দিয়ে দ্বিতীয় টরন্টো। বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়ন কলম্বাস ক্রুজ বেতন দেয় ১ কোটি ৫১ লাখ ডলার।

তবে, এমএলএসে অন্য খেলোয়াড়দের তুলনায় বেতনে মেসি অনেক এগিয়ে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য খেলাধুলার তারকাদের চেয়ে বেশ কম আয় করেন তিনি। বাস্কেটবল লিগ এনবিএ-তে সবচেয়ে বেশি আয় করা গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্সের স্টিফেন কারি প্রতি মৌসুমে ৫ কোটি ১৯ লাখ ডলার করে আয় করেন। এনএফএলের দল সিনসিনাটি বেঙ্গলসের কোয়ার্টারব্যাক জো বারো গত বছর দলটির সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি সই করেন। এই চুক্তির অধীনে প্রতি মৌসুমে সাড়ে ৫ কোটি ডলার করে **আয় করবেন বারো।**

টি-২০ বিশ্বকাপ: রেকর্ডের মহানায়করা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাকি আর মাত্র দুই সপ্তাহ। তারপরেই দামামা বাজবে টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসরের। বিশ্ব ক্রিকেটের মেগা এই ইভেন্টকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই বেশ জমজমাট পুরো ক্রীড়াঙ্গন। আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিকে যেমন শেষ সময়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, অন্যদিকে ঠিক তেমনই নিজেদের ব্যাগ গোছানোতে ব্যস্ত অংশগ্রহণকারী দলের ক্রিকেটাররা।

১৭ বছর পূর্বে সেই ২০০৭ সালে বিশ্বমঞ্চে ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের লড়াই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়। সেবার মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইন্ডিয়া। এরপর মাঠে গড়িয়েছে আরও সাত আসর। সময়ের সঙ্গে জমজমাট হয়েছে লড়াই, বেড়েছে বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা।

বিশ্ব ক্রিকেটের এই মেগা ইভেন্টে সেই শুরুর আসর থেকে বিভিন্ন দলের সব নামী দামী খেলোয়াড় নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছেন। গড়েছেন একাধিক কীর্তি। তবে সময় যত গড়িয়েছে, খেলার ধরন ও খেলোয়াড় সবই বদলেছে এই টুর্নামেন্টে। টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম আসরে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই এবার আর নেই মাঠের লড়াইয়ে। তবে ব্যতিক্রমী রয়েছেন দুইজন। আর এর মধ্য দিয়েও বিরল এক কীর্তি গড়েছেন এই দুই কিংবদন্তী।

সেই কিংবদন্তীরা হলেন, ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বাংলাদেশের পোস্টার বয় সাকিব আল হাসান। যদিও এই দুইজনের মধ্যে ম্যাচ খেলার বিচারে এগিয়ে রোহিত। বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৩৯ ম্যাচে মাঠে নেমেছেনে হিটম্যান। ৩৬ ম্যাচ খেলা সাকিবের অবস্থান দ্বিতীয়তে। এরপর আছেন ৩৫ ম্যাচ খেলা দিলশান। ব্রাভো, আফ্রিদি, মালিক ও ওয়ার্নার খেলেছেন ৩৪টি করে ম্যাচ।

শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে একেক ক্রিকেটারের রয়েছে এক একরকম কীর্তি। কেউ বা ব্যাটে, কেউ বা বলে; আবার কেউ বা উভয় ভাবেই এই টুর্নামেন্টে গড়েছেন নানা রেকর্ড। যার মধ্যে ভিরাট কোহলি থেকে শুরু করে ক্রিস গেইল, ব্রেট লি থেকে শুরু করে লাসিথ মালিঙ্গা- সকলেরই রয়েছে ব্যক্তিগত নানা রেকর্ড।

চলুন জেনে নেওয়া যাক টি-২০ বিশ্বকাপে কে কোন রেকর্ডের মালিক-

চার-ছক্কার এই টুর্নামেন্টে বর্তমানে সর্বোচ্চ রানের মালিক ভিরাট কোহলি। তার নামের পাশে রয়েছে এক হাজার ১৪১ রান। হাজার রান পেরোনো অপর ব্যাটার মাহেলা জয়াবর্ধনে আছেন তার পরের অবস্থানে। বিশ্বকাপে এই লঙ্কান কিংবদন্তির রান এক হাজার ১৬। তৃতীয় অবস্থানে থাকা ক্রিস গেইলের রান ৯৬৫। রোহিত শর্মা ৯৬৩ রান নিয়ে আছেন এর পরই। পঞ্চম অবস্থানে থাকে আরেক লঙ্কান দিলশানের রান ৮৯৭।

এছাড়া সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকাতে সবাইকে ছাপিয়ে শীর্ষে আছেন টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। তার ঝুলিতে রয়েছে ৪৭ উইকেট। এরপরই রয়েছে ৩৯ উইকেট পাওয়া পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদি ও ৩৮ উইকেট শিকারি লঙ্কান পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। বর্তমানে খেলছেন এমন কেউই নেই সাকিবের ধারেকাছে।

ব্যাট হাতে ঝড় তুলে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের তালিকায় সবার উপরে ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম। ২০১২ আসরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫৮ বলে ১২৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এরপরই আছেন ইউনিভার্স বস ক্রিস গেইল। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তার ১১৭ রানের ইনিংসটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তিনে রয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রামে ২০১৪ বিশ্বকাপে অ্যালেক্স হেলসের অপরাজিত ১১৬ রানের ইনিংসটি। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করা গেইলের ৪৭ বলে সেঞ্চুরিটি এই ফরম্যাটের বিশ্বকাপে এখনও দ্রুততম।

ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৬৩ ছক্কার মালিকও ইউনিভার্স বস গেইল। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা রোহিত শর্মার সঙ্গে তার ব্যবধানটা অনেক বেশি। রোহিত এই সংস্করণের বৈশ্বিক আসরে ছক্কা হাঁকিয়েছেন ৩৫টি। বিশ্বকাপের প্রথম আসরে স্টুয়ার্ট ব্রডকে ৬ ছক্কা হাঁকানো যুবরাজও আছেন এই তালিকায়। তিনে থাকা বাটলার ও যুবরাজ ৩৩টি করে ছক্কা মেরেছেন।

বিশ্বকাপে সেরা বোলিং ফিগারটা লঙ্কানদের দখলে। অজান্থা মেন্ডিসের ৮ রানে ৬ উইকেট এখনও আছে 'অপরাজিত'। মাত্র ৩ রান খরচায় ৫ উইকেট শিকার করে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে তারই স্বদেশি রঙ্গনা হেরাথ। এরপরই রয়েছে ২০০৯ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ওভারে ৬ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট শিকার করা পাকিস্তানি পেসার উমর গুল।

টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ডিসমিসালসের মালিক মাহেন্দ্র সিং ধোনি। গ্লাভস হাতে ২১ ক্যাচের পাশাপাশি ১১ বার স্টাম্পিং করেছেন এই ভারতীয়। এবারের আসরে খেলবেন এমন উইকেটরক্ষকের মধ্যে সেরা পাঁচে রয়েছেন একমাত্র কুইন্টন ডি কক। এই প্রোটিয়া উইকেটরক্ষকের ডিসমিসাল রয়েছে ২২টি। আর ফিল্ডার হিসেবে সর্বাধিক ২৩ ক্যাচ নেয়ার রেকর্ডটা আছে এবি ডি ভিলিয়ার্সের দখলে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড। আট আসরের মধ্যে ক্যারিবীয় ও ইংলিশরা দুইবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারত।

উল্লেখ্য, আগামী ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শুরু হতে যাচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসর। যেখানে এবার অংশ নিচ্ছে ২০ দল। চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলগুলো রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে একে অপরের মোকাবিলা করবে। সেখান থেকে প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সুপার এইট। সেখান থেকে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালসহ টুর্নামেন্টে মাঠে গড়াবে মোট ৫৫টি ম্যাচ।

প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সুপার এইট পর্বে উন্নীত হবে। এই পর্বে উন্নীত দলগুলিকে নিয়ে আবারও গ্রুপ হবে। প্রতি গ্রুপে ৪টি দল নিয়ে তৈরি দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল নকআউট পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে দুটি সেমি-ফাইনাল এবং একটি ফাইনাল থাকবে।

বরখাস্ত হতে পারেন জাভি, নাটকে নতুন মোড়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাভি হার্নান্দেজ। ওই মত পরিবর্তন করেছেন তিনি। ক্লাব প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পর চুক্তি শেষ করে ক্যাম্প ন্যু ছাড়ার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু নাটকে নতুন মোড় নিয়েছে। জাভির মন্তব্যের জেরে তাকে বরখাস্ত করতে পারে কাতালান ক্লাবটি। আলমেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে জাভি মন্তব্য করেন যে, তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। যে কারণে তারা যাকে খুশি তাকে কিনতে পারছে না। যে কারণে রিয়াল মাদ্রিদের রাজত্ব ভেঙে শিরোপা জেতা কঠিন হবে। তবে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

তিনি বলেন, 'আমরা রিয়ালের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করবো। ভক্তদের বুঝতে হবে যে, পরিস্থিতি খুবই কঠিন। আমাদের আর্থিক অবস্থা ২৫ বছর আগের মতো নেই। আমরা চাইলেই একে-ওকে কিনে ফেলতে পারি না। ভক্তদের এটা বুঝতে হবে। তার মানে এই নয় যে, আমরা লড়াই করবো না। এর জন্য আমাদের স্থির হওয়া দরকার, সময় দরকার।'

তার ওই মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা। বার্সা বোর্ড মনে করছে, জাভি দলের ডাগআউটে থেকে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন, তার মন্তব্য ওই বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। এছাড়া জাভি নতুনদের থেকে সেরাটা বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেও মনে করছেন লাপোর্তা-ডেকোরা। জাভি দায়িত্ব নেওয়ার পরে ব্রাজিলের রাফিনহা ও ভিটর রকিকে কিনেছে বার্সা। কিন্তু দু'জনের কাউকেই ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারেননি তিনি। বরং তাদের বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছেন স্প্যানিশ কোচ। ডিফেন্সে ইনিগো মার্টিনেজকে বেঞ্চে রেখেছেন অধিকাংশ সময়। লা মাসিয়ার তরুণদের তুলে এনে সুযোগ দিচ্ছেন। যা তাদের ইনজুরি শঙ্কা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব কারণে জাভিকে সরিয়ে দিতে চান লাপোর্তা।

২০২৭ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আয়োজক হওয়ার দৌড় থেকে নিজেদের নাম আগেই প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো। এতে নিশ্চিত হয়ে যায় ২০২৭ সালের নারী বিশ্বকাপ আয়োজক হওয়ার লড়াইটা হবে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার মধ্যে। যে লড়াইয়ে লাতিনদের কাছে পাত্তাই পায়নি ইউরোপিয়ানরা। একটু পরিস্কার করে বললে, বিশ্বকাপ আয়োজক হওয়ার লড়াইয়ে জয়টা হয়েছে ব্রাজিলের। অর্থাৎ ২০২৭ নারী বিশ্বকাপের আয়োজক সেলেসাওরা।

সিঙ্গাপুরের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার বার্ষিক কংগ্রেস। সেখানেই ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় বিশ্বকাপের আয়োজক। ব্রাজিলের সঙ্গে আয়োজক হওয়ার দৌড়ে ছিল বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি (বিএনজি)।

তবে সবাইকে পেছনে ফেলে ফিফার সদস্যভুক্ত দেশ ও অঞ্চলগুলোর ভোটে বেশ বড় ব্যবধানে জয় পায় ব্রাজিল। তারা পেয়েছে ১১৯টি ভোট। আর ইউরোপের তিন দেশের ঝুলিতে পড়ে ৭৮ ভোট। ফলে লাতিন আমেরিকার প্রথম দেশে হিসেবে নারী বিশ্বকাপ আয়োজকের মর্যাদা পেয়েছে ব্রাজিল। এ নিয়ে সভাপতি জিয়ান্তি ইনফান্তিনো বলেন, 'ব্রাজিলকে অভিনন্দন। ব্রাজিলে আমাদের সেরা বিশ্বকাপ হবে। সেইসঙ্গে বিএনজি-কেও ধন্যবাদ। তারাও বিডে দুর্দান্ত ছিল।'

ফ্রান্সের ইউরো দলে বড় চমক কান্তে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জার্মানিতে আগামী ১৫ জুন বসবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। আসরের অন্যতম ফেবারিট ফ্রান্স ওই আসরের জন্য ২৫ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে। সর্বশেষ দুই বিশ্বকাপ আসরের ফাইনালিস্টদের দলে আছে বড় দুই চমক। তাদের একজন এনগোলে কান্তে। বর্তমানে সৌদি ক্লাবে খেলছেন এই মিডফিল্ডার। লম্বা সময় ইনজুরিতে ছিলেন। যে কারণে কাতার বিশ্বকাপসহ প্রায় ২ বছর ফ্রান্সের হয়ে কোন ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। পূর্ণ ফিটনেসে ফিরেছেন জানিয়ে ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম তাকে দলে নিয়েছেন। দলটির অন্য চমক রিয়াল মাদ্রিদে খেলা লেফট ব্যাক ফারল্যান্ড মেন্ডি। তিনিও ফ্রান্সের হয়ে দুই বছর কোন ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। দলের বাকিরা অনুমিত সদস্য। কিলিয়ান এমবাপ্পে দলটির অধিনায়ক। অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান, উসমান ডেম্বেলে, কোলো মুয়ানি, মার্কাস থুরামরা আছেন ইউরোর দলে। রিয়াল মাদ্রিদের দুই মিডফিল্ডার অঁরেলিন চুয়ামেনি ও এডওয়ার্ড কামাভিঙ্গা ইউরো দলে ডাক পেয়েছেন। আছেন পিএসজির তরুণ মিডফিল্ডার জাইরি এমেরি। রক্ষণে বার্সায় খেলা জুলেন কুন্দে, মিলানে খেলা থিও হার্নান্দেজ, বায়ার্নে খেলা দায়ত উপামেকানোরা জায়গা পেয়েছেন। তবে গোলবারে মাইগনান ছাড়া ভরসা দেওয়ার মতো কেউ নেই। ফ্রান্সের ইউরো দল: গোলরক্ষক: আলফনসো আরিওলা (ওয়েস্ট হ্যাম), মাইক মাইগনান (এসি মিলান), লোইস সাম্বা (আরসি লেন্স)। ডিফেন্ডার: জুলেন কুন্দে (বার্সেলোনা), জোনাথন ক্লস (মার্সেই), বেঞ্জামিন পাভার্ড (ইন্টার মিলান), ইব্রাহিমা কোনাতে (লিভারপুল), দায়ত উপামেকানো (বায়ার্ন মিউনিখ), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল), থিও হার্নান্দেজ (এসি মিলান), ফারল্যান্ড মেন্ডি (রিয়াল মাদ্রিদ)। মিডফিল্ডার: এডওয়ার্ড কামাভিঙ্গা (রিয়াল মাদ্রিদ), ইউসুফ ফোফানা (মোনাকো), এনগোলো কান্তে (আল ইত্তিহাদ), আদ্রিয়ান র‍্যাবিয়ট (জুভেন্টাস), জাইরি এমেরি (পিএসজি), অরেলিন চুঁয়ামেনি (রিয়াল মাদ্রিদ), অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যান (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ)। ফরোয়ার্ড: উসমান ডেম্বেলে (পিএসজি), অলিভার জিরু (এসি মিলান), কোলো মুয়ানি (পিএসজি), কিলিয়ান এমবাপ্পে (পিএসজি), মার্কাস থুরাম (ইন্টার মিলান), কিংসলে কোম্যান (বায়ার্ন মিউনিখ), ব্রাডলি বারকোলা (পিএসজি)।

ইউরো দল ঘোষণা নেদারল্যান্ডসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ এর জন্য ৩০ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস। ডাচদের প্রাথমিক দলে ডাক পেয়েছেন চোটে আক্রান্ত বার্সা তারকা ফ্রাংকি ডি ইয়ং।

এবারের ইউরোয় প্রতিটি দলের ২৬ জনের স্কোয়াড রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে ডাচরা ৩০ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। আগামী ৭ জুনের মধ্যে অবশ্য খেলোয়াড় কমিয়ে চূড়ান্ত দল দিতে হবে তাদের।

আগামী ১৬ জুন হামবুর্গে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ইউরো অভিযান শুরু করবে নেদারল্যান্ডস। এবারের আসরে 'ডি' গ্রুপে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া।

এর আগে অবশ্য কানাডা ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে নেদারল্যান্ডসের। ম্যাচ দুটি যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে ৬ ও ১০ জুন।

নেদারল্যান্ডসের প্রাথমিক স্কোয়াড-

গোলরক্ষক: জাস্টিন বিজলো, মার্ক ফ্লেকেন, বার্ট ভারব্রুগেন, নিক ওলিজ।

ডিফেন্ডার: নাথান আকে, ডেলি ব্লিন্ড, ভার্জিল ফন ডাইক, ডেনজেল ডামফ্রিস, জেরেমি ফ্রিমপং, লুৎশারেল গের্ট্রুইদা, ম্যাথিজ ডি লিট, ইয়ান মাতসেন, মিকি ফন ডি ভেন, স্টেফান ডি ভ্রিজ।

মিডফিল্ডার: রায়ান গ্রাভেনবার্চ, ফ্রেঙ্কি ডি জং, টিউন কোপমেইনার্স, তিজানি রেইজেন্ডার্স, মার্টেন ডি রুন, জের্ডি স্কাউটেন, জাভি সিমন্স, কুইন্টেন টিম্বার, জোয়ি ভিরম্যান, জর্জিনিও উইজনালডাম।

ফরোয়ার্ড: স্টিভেন বার্গউইজেন, ব্রায়ান ব্রোবি, মেমফিস ডিপে, কোডি গাকপো, ডনিয়েল মালেন, ওয়াউট ওয়েগহোর্স্ট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR